ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -৪৪৬৫
আগরতলা, ৫ মার্চ, ২০১৯

রাজ্য স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগুচ্ছে
কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী

দেশের কৃষকদের কল্যাণে শুধুমাত্র শ্লোগান তুললেই হবেনা, তা বাস্তাবায়নও করতে হবে। আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের কৃষকদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। যা আগে কেউ নেয়নি। আজ লেম্বুছড়াস্থিত কলেজ অব ফিসারিজ এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার লাঠিয়াছড়াতে নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের শিলান্যাস এবং ১৬০ কেভি সোলার প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপলব্ধি করেছিলেন যে দপ্তরের সাথে যদি কৃষকদের একাত্ম না করা যায় তবে কৃষকদের কল্যাণ কখনো সম্ভব নয়। তাই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যেও তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ করার জন্য আগে সঠিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বছরের অন্তর্বর্তী বাজেটে দুই হেক্টর পর্যন্ত জমি রয়েছে এমন কৃষকদের অ্যাকাউন্টে বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদান করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে আমাদের রাজ্যের কৃষকরাও উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের কৃষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা প্রদান করা শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বন্যাসহ বিভিন্ন কারণে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তারজন্য প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনাও কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম ঘাটতিহীন বাজেট তৈরি করেছিল। এবছরও রাজ্য সরকার ঘাটতিহীন বাজেট তৈরি করেছে। বিগতদিনে ত্রিপুরার বাজেটে রাজস্ব আয় ১০ শতাংশের কাছাকাছি থাকত। কিন্তু বর্তমান সরকার ১১ মাসের মধ্যেই রাজস্ব আয় ২৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে রাজ্য স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগুচ্ছে। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাহল জাতীয় সড়কসহ অন্যান্য সড়কের পাশে ফুল ও ফলের গাছ লাগানো। এই গাছগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য রাস্তার পাশে অবস্থিত ২ লক্ষ পরিবারকে প্রতিমাসে ২০০ টাকা করে প্রদান করা হবে। এতে রাস্তার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটকদেরও আকৃষ্ট করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিপাহীজলা জেলার লাঠিয়াছড়াতে যে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে তার মাধ্যমে ৪৬ হাজার হেক্টর কৃষি জমির উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। এতে ঐ এলাকার প্রায় ১৫০টি গ্রামের মানুষ উপকৃত হবেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, আমাদের রাজ্যে কৃষি ও মৎস্যচাষে কলেজ অব ফিসারিজ দারুণভাবে সহযোগিতা করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে সংকল্প প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন তা বাস্তবায়নেও রাজ্য সরকার কাজ করছে। আমাদের রাজ্যে ডম্বুর জলাশয় ছাড়াও অন্যান্য জলাশয়ে উন্নত প্রথায় মৎস্য চাষের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর প্রেমজিৎ সিং এবং ডীন প্রমোদ কুমার পান্ডে।

*****